ভারতীয় সংবিধানেরপ্রস্তাবনা

Debamita Banerjee

- । প্রস্তাবনা হল কোনও নথির প্রারম্ভিক বিবৃতি যাতে ওই নথির দর্শন ও উদ্দেশ্য বর্ণিত থাকে। সংবিধানের ক্ষেত্রে, এতে সংবিধান রচয়িতাদের উদ্দেশ্য, তৈরির ইতিহাস এবং দেশের আদত মূল্যবোধ ও নীতি লিপিবদ্ধ রাখা হয়।
- ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার আদর্শ জওহরলাল নেহরু বর্ণিত, যা ২২ জানুয়ারি ১৯৪৭-এ গণ পরিষদ গ্রহণ করেছিল।
- The preamble to the Constitution of India is a brief introduction that sets out guidelines for the people of the nation. It sets out the principles of the Constitution, and also presents the source from which the document derives its authority, and meaning. It also narrates the hopes and aspirations of the people. The preamble can be referred to as the preface to the constitution. It was adopted on 26 November 1949 by the Constituent Assembly and came into effect on 26 January 1950, celebrated as the Republic day in India.

- আদালতে বলবৎ না হলেও, সংবিধানের প্রস্তাবনায় সংবিধানের উদ্দেশ্য বর্ণিত রয়েছে, যা কোনও অনুচ্ছেদের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে অসুবিধা হলে কাজে লাগে।
- ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এই সংবিধান গ্রহণ করল, কার্যকর করল ও আমাদের হাতে সংবিধান তুলে দিল।”
- সংবিধানের প্রস্তাবনায় লেখা রয়েছে,
- “আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করতে চাই।

- একই সঙ্গে এর নাগরিকদের
- সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার
- চিন্তা, প্রকাশ, বিশ্বাস, আস্থা ও উপাসনার স্বাধীনতা
- মর্যাদা ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে চাই
- এবং তাদের সকলের মধ্যে সকল ব্যক্তির মর্যাদা ও দেশের ঐক্য ও সংহতি নিশ্চয়তাদায়ী সৌভ্রাতৃত্ব বাড়িয়ে তুলতে চাই”

- আমরা, ভারতের জনগণ” বলতে ভারতের মানুষের চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব বোঝায়।
- এখানে ভারতকে “প্রজাতন্ত্র” হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যা থেকে বোঝায় সরকার হবে জনগণের দ্বারা ও জনগণের জন্য।
- এখানে উদ্দেশ্য হিসেবে “সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়ের” কথা বলা হয়েছে।

- ১৯৫৬ সালে নেহরু বলেছিলেন, “গণতন্ত্রের কথা মুখ্যত আগে যা বলা হয়েছে, রাজনৈতিক গণতন্ত্রে মুখ্যত সব মানুষের ভোটাধিকার রয়েছে।
- যে মানুষ একেবারে নিচে রয়েছে, বাইরে রয়েছে, ধরুন যে মানুষটা উপোসী, ক্ষুধার্ত, তার একটা ভোট তার প্রতিনিধিত্ব করে না।

- রাজনৈতিক গণতন্ত্র যথেষ্ট নয়, যদি না এর মাধ্যমে কেবল অর্থনৈতিক গণতন্ত্র, সমতার ক্রমবর্ধমানতার পরিমাপ করা যেতে পারে, এবং যদি না জীবনের সুন্দর জিনিসগুলি অন্যদের কাছে ছড়িয়ে না দেওয়া যেতে পারে এবং মোটাদাগের অসাম্যগুলি দূর করা যেতে পারে।”
- স্বাধীনতা”, “সমতা” ও “সৌভ্রাতৃত্ব”কেও আদর্শ ধরা হয়েছে।
- রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সামাজিক গণতন্ত্র না থাকলে তা টিকে থাকতে পারে না।

- গণতন্ত্র মানে কী? গণতন্ত্র মানে এমন একটা জীবন যেখানে স্বাধীনতা, সমতা ও সৌভ্রাতৃত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় যে তিনটি পৃথক নয়।
- এই তিনে মিলে একটি সংযুক্তি তৈরি হয় যার একটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেই গণতন্ত্র তার উদ্দেশ্য হারাবে। স্বাধীনতাকে সমতার থেকে আলাদা করা যায় না, সমতাকে পৃথক করা যায় না স্বাধীনতার থেকে। আবার সৌভ্রাতৃত্বের থেকে স্বাধীনতা ও সমতাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।”
- ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনীতে ‘সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে’র জায়গায় ‘সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র’ গৃহীত হয়েছে। সে সময়ে ‘দেশের ঐক্য’-কে বদলে ‘দেশের ঐক্য ও সংহতি’ করা হয়েছে।

- **সার্বভৌম (Sovereign):** রাষ্ট্রের আইন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রত্যেকে মান্য করবে, রাষ্ট্র অপর কোন বৈদেশিক নীতি মান্য করবে না। অর্থাৎ রাষ্ট্র বৈদেশিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ন স্বাধীন এবং মুক্ত। ভারত যেহেতু কমনওয়েলথ দেশগুলির অন্তর্ভুক্ত , এক্ষেত্রে সার্বভৌমতা নিয়ে একটা প্রশ্ন থেকেই যায় । কারন কমনওয়েলথ দেশগুলিতে ইংল্যান্ডের রানীকেই সর্বাগ্রে রাখা হয় ।
- **সমাজতান্ত্রিক (Socialist):** সংবিধান সংশোধন ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মপধ্যে দিয়ে ্সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।
- **ধর্মনিরপেক্ষ (Secular):** রাষ্ট্রের নিজস্ব কোন ধর্ম থাকবে না, রাষ্ট্র সব ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ ব্যবহার করবে ।

- **গনতান্ত্রিক (Democratic):** প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হবে ।
- **সাধারনতন্ত্র বা প্রজাতান্ত্রিক (Republic):** ভারতে রাজা বা রাজতন্ত্রের কোন স্থান নাই। দেশের যিনি সাংবিধানিক প্রধান, সেই রাষ্ট্রপতি জনগনের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন ।
- It has been clarified by the Supreme Court of India that, being a part of the Constitution, the Preamble can be subjected to Constitutional Amendments exercised under article 368, however, the basic structure cannot be altered. Therefore it is considered as the heart and soul of the Constitution.

- MATERIAL TAKEN FROM VARIOUS BOOKS AND INTERNET SOURCES
- IF POSSIBLE, PLEASE CONSULT BHARATER SANBIDHAN BY A.M MUKHOPADHAY AND D. NANDI, ANADIKUMAR MAHAPATRA : BHARATER SHASHON BYABOSTHA O RAJNITI, BHARATIYA SANGBIDHANER SHOHOJPATH BY AMAL KUMAR MUKHOADHAY, APARAJITA BARUAH'S PREAMBLE OF THE CONSTITUTION OF INDIA